গড়িছে পাক এবং সমাজের সংস্কার

11 Rabi ul Akhir-1446H

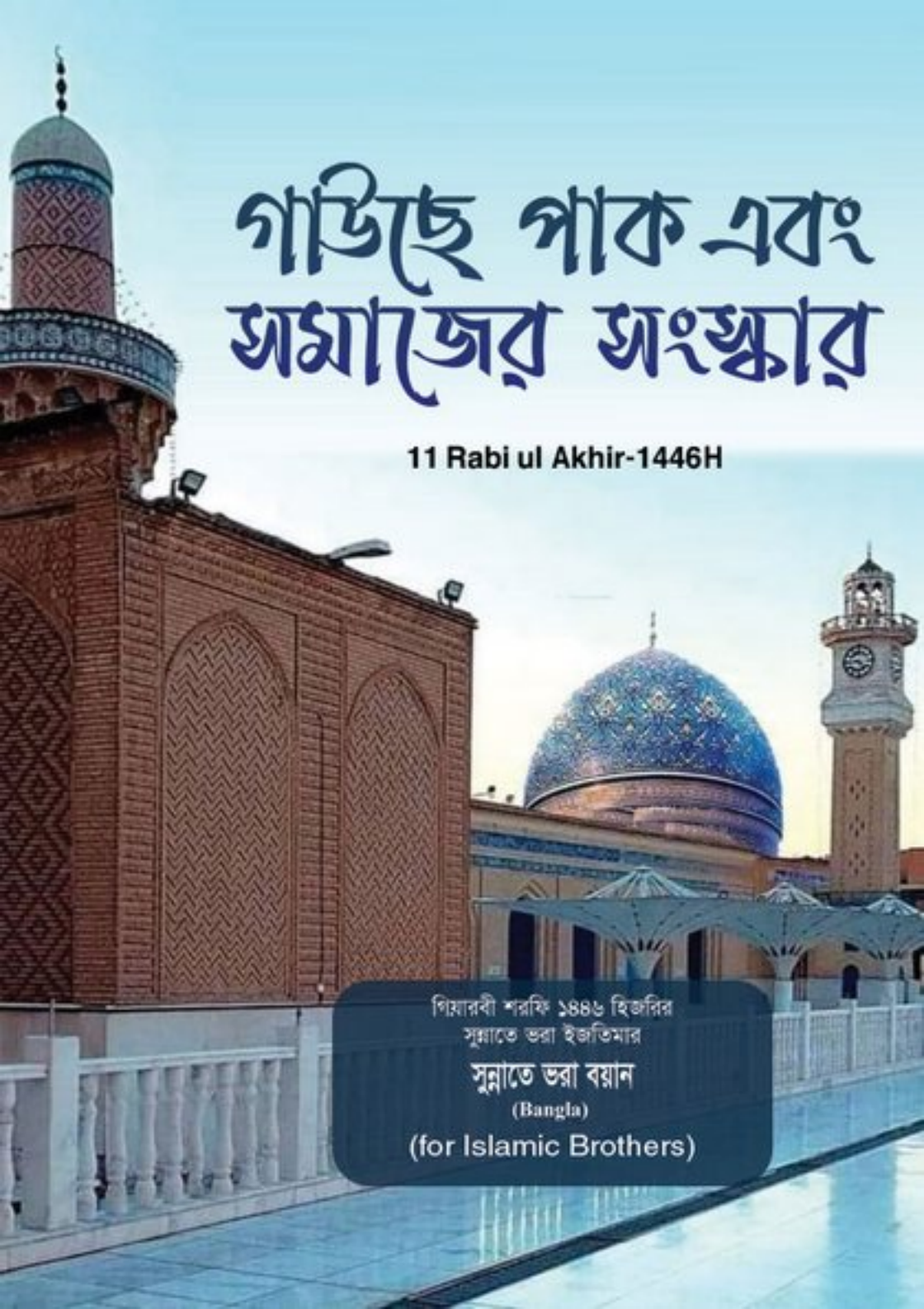

গিয়ারবী শরফি ১৪৪৬ হিজরির
সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের নিয়্যত অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহর পাকের জন্য হয়। "ফাতাওয়ায়ে" শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

দরুদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ যে আমার উপর একবার দরুদে পাক পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর একজন ফেরেশতা তার দরুদে পাক আমার নিকট পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছে।

(মু'জামুল কবীর, ৮/১৩৪, নং: ৭৬১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ে নিন কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শ্রবণ করার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন নিয়্যত করুন! ★ ইলম অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ★ আদব সহকারে বসবো ★ বয়ানের মাঝখানে উদাসিনতা থেকে বেঁচে থাকবো ★ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শ্রবণ করবো ★ যা শুনবো তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ اَلْحَمْدُ لِلّٰه বড় গিয়ারভী শরীফ (অর্থাৎ রবিউল আখিরের ১১তম রাত)। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই রাতে সারা পৃথিবীতে হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জীবনী আলোচনা মূলক মাহফিল উদযাপন

করা হয়ে থাকে, গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আশিকগণ ধূমধামের সাথে গিয়ারভী শরীফ পালন করা হয়ে থাকে, গাউসে পাকের জীবনী আলোচনা করে ঈমানের সতেজ ও গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইসালে সাওয়াবের জন্য তাবাররুক ইত্যাদির ব্যবস্থা করে খুব বেশি বেশি ইসালে সাওয়াব করার বরকত অর্জন করে থাকে।

গিয়ারভী শরীফের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও অবশ্যই গিয়ারভী শরীফের আয়োজন করা উচিত, গিয়ারভী শরীফ কী? ইসালে সাওয়াব, আর ইসালে সাওয়াব করা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: আমরা আমাদের মৃতদের জন্য দোয়া ও তাদের পক্ষ থেকে দান-সদকা ইত্যাদি করে থাকি, এসব বিষয় কি তাদের নিকট পৌঁছে থাকে? প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় এসব বিষয় সেই মৃতদের নিকট পৌঁছে থাকে وَ يَفْرَحُوْن بِهٖ كَمَا يَفْرَحُ اَحَدُكُمْ بِالْهَدِيَةِ অর্থাৎ যেমনিভাবে তোমরা উপহার পেলে খুশি হয়ে থাকো, তেমনিভাবেই মৃত ব্যক্তিরা এই (ইসালে সাওয়াব) দ্বারা খুশি হয়ে থাকে। **(উমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল জানায়িয, ৬/৩০৫ পৃ:, হাদীসের পাদটীকা: ১৩৮৮)**

سُبْحَانَ الله! হে আশিকানে গাউসে পাক! আমরা গিয়ারভী শরীফের ব্যবস্থা করে থাকি, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্য ইসালে সাওয়াব করি, এরদ্বারা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের উপর খুশি হয়ে গেলে আমাদের আর কী প্রয়োজন...!!

মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি প্রতি চাঁদের গিয়ারভী শরীফে নির্ধারিত টাকার শিরনি মুসলমানদের দোকান থেকে ক্রয় করে নিয়মিতভাবে গিয়ারভী শরীফের ফাতেহা দেয়া হয় তো রিযিকে অফুরন্ত বরকত হবে اِنْ شَآءَ الله কখনো দুর্দশাগ্রস্থ হবে না। স্বয়ং আমি এটা নিয়মিত পালন করি এবং আল্লাহ পাকের দয়ায় এটার অসংখ্য বরকত পেয়ে থাকি। **(ইসলামী জীবন, ১৩২ পৃ:)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকে গাউসে পাক শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ ও এবং গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাও পোষণ করেন, তাঁর বহু বছরের অভ্যাস যে, প্রত্যেক ইসলামী মাসের ১১তম রাতে গিয়ারভী শরীফের নিয়াযের ব্যবস্থা করেন আর সেটার প্রতি অনুপ্রাণিত করে থাকেন। তাঁর প্রত্যাশা হলো প্রত্যেক আশিকে রাসূল নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে গিয়ারভী শরীফ পালন করুক। হায়! আমরা আশিকানে গাউসে পাকের যদি এই তৌফিক মিলে যেতো এবং প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে গিয়ারভী শরীফের নিয়াযের ব্যবস্থা করতাম।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ব্যক্তিত্ব ✸ তিনি হাসানী ও হোসাইনী সৈয়দ ✸ তাঁর নাম মুবারক: আব্দুল কাদির এবং উপনাম: আবু মুহাম্মদ ✸ মুহয়ুদ্দিন (অর্থাৎ দ্বীনকে জীবিতকারী) এবং গাউসুছ ছাক্বালাইন (অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষের গাউস, সাহায্যকারী) তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি ✸ হুযুরে গাউসে পাক, শায়খে

আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪৭০ হিজরীতে জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন ✸ ৯১ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করেন ✸ ৫৬১ হিজরীতে তিনি দুনিয়া থেকে পর্দা করেন।

গিয়ারভী ওয়ালা পীর বলার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের দেশে সাধারণত হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে গিয়ারভী ওয়ালা পীর বলে থাকে, তেমনিভাবেই হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইসালে সাওয়াবের মাহফিলকে গিয়ারভী বলা হয়ে থাকে। এটির অনেক কারণ রয়েছে, যেমন ✸ হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বেছালের দিন হলো ১১ রবিউল আখির, এজন্য তাঁকে গিয়ারভী ওয়ালা পীর বলা হয় ✸ হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বংশধারা ১১ স্তরে গিয়ে ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত পৌঁছেছে **(যুবদাতুল আছার, যিকরু নসবিহী ওয়া সিফাতিহী, ৩৫-৩৬ পৃ:)** ✸ তাঁর শাজারা তরিকত (অর্থাৎ তাঁর পীর সাহেব, অতঃপর তাঁর পীর সাহেব, এরপর তাঁর পীর সাহেব এইভাবে যেই ধারাবাহিকতা, এই শাজারা শরীফও) ১১ স্তরে গিয়ে হযরত আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত পৌঁছেছে ✸ হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব জা-আল হক এ এটার আরও একটি খুব সুন্দর ঈমান উদ্দীপক কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেন: হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১২ বারভী শরীফ অর্থাৎ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ অনেক ধুমধামের সাথে পালন করতেন, একদিন রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরিফ এনেছেন আর বলেছেন: আব্দুল কাদির! তুমি আমাকে ১২ বারভী করার মাধ্যমে স্মরণ করেছো, আমি তোমাকে ১১ অর্থাৎ গিয়ারভী দিচ্ছি। যেহেতু

এটি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দান করেছেন, এজন্য পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শতবছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এখনো গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গোলামরা রবিউল আখিরে বিশেষ করে এটা ছাড়াও প্রতি ইসলামী মাসের ১১ তারিখে খুবই আগ্রহের সাথে ১১ গিয়ারভী শরীফ পালনের ব্যবস্থা করে থাকে। **(জা-আল হক্ব, ২২০ পৃ:)**

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও উম্মতের সংশোধন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিক্ষা ও তাঁর দ্বীনি খিদমত সম্পর্কে কিছু বিষয় শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি:

পুত্র! তুমি অযুহীন ছিলে

শায়খ আবুল ফারাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন আশিকে গাউসে পাক ছিলেন, তাঁর হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুগ পাওয়ার সৌভাগ্য নসিব হয়েছে, সাক্ষাত করারও মর্যাদা মিলেছে এবং হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতাও নসিব হয়েছে। শায়খ আবুল ফারাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমার হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাদরসার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, সেটা আসরের সময় ছিলো আর ওখানকার মসজিদে তাকবীর বলা হচ্ছিলো, আমি সময়টাকে গণিমত মনে করলাম যে, এক তো আসরের নামায জামআত সহকারে পড়বো আর দ্বিতীয়ত হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যিয়ারতও নসিব হয়ে যাবে, সুতরাং আমি দ্রুত মসজিদে প্রবেশ করলাম, আমার খেয়াল ছিলো যে আমি অযু

অবস্থায় আছি, সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ জামআতে শরিক হয়ে গেলাম, হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পেছনে ইকতিদা করে নামায পড়লাম, যখন নামায শেষ হলো তো অন্তরের খবর সম্পর্কে অবহিত, পথহারাদের পথপ্রদর্শক হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার দিকে মুখ করলেন আর বললেন: اَیْ بُنَیَّ! হে আমার বৎস! اَلْغَفْلَةُ شَامِلَةٌ لَّكَ উদাসিনতা (***Heedlessness***) তোমাকে ঘিরে রেখেছে, قَدْ صَلَّيْتَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ অর্থাৎ তুমি অযু ছাড়া নামায পড়ে নিয়েছো।

(আল কালায়িদুল জাওয়াহির, ৩০ পৃ:)

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টির মহিমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার পীরের কেমন শান, পীরদের পীর, পীর দস্তগীর হুযুরে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কেমন শান...!! শায়খ আবুল ফারাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভুল করে অযুবিহীন অবস্থায় নামায পড়ে ফেলেছিলেন, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ইলমে বাতিন ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তা জেনে নিয়েছেন যে, তিনি অযু ছাড়া নামায পড়েছেন। এটা আউলিয়া কেরামের উচ্চ মর্যাদার শান, আল্লাহ পাক তাঁর নবীদের সদকায় তাঁদেরকে অন্তরের খবর জানার জ্ঞান দান করেছেন। হাদীসে পাকে রয়েছে: اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ الله অর্থাৎ মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি থেকে বেঁচে থেকো কেননা সে আল্লাহ পাকের নুর দ্বারা অবলোকন করে থাকে। **(তিরমিযী, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, ৭২২ পৃ:, হাদীস: ৩১২৭)**

অন্তর্দৃষ্টি হলো একটা নুর যেটা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেন। **(লুমআতুল তানকীহ, কিতাবুস সালাত, ৩/১১৩ পৃ:, হাদীসের পাদটীকা: ৯৭৮)** হযরত আল্লামা মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

www.dawateislami.net

লিখেন: সেই নুর যেটা আল্লাহ পাক কামিল মুমিনের অন্তরে রেখে দেন, সেটা দ্বারা বান্দার হৃদয় আলোকিত হয়ে শিশার ন্যায় হয়ে যায় (যেটাতে প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার দেখা যায়), সুতরাং সেই নুরের বরকতে বান্দা গোপন (***Hidden***) বিষয়ে অবগত এবং রহস্যময় (***Secrets***) বিষয়াদি অবলোকনকারী হয়ে যায়। **(ফয়যুল কদীর, ১/১৮৫-১৮৬ পৃ:, হাদীসের পাদটীকা: ১৫১)**

তুমি আমার জন্য কাঁচের মতো

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের পীর হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুধু কামিল মুমিনই নয় বরং কামিলদেরও ইমাম, পীরদের পীর। তাঁকে আল্লাহ পাক অন্তর্দৃষ্টির নুর দান করেছেন, তাঁর কেমন শান। তিনি স্বয়ং নিজে বলেন: হে লোকেরা! আমার মুখে যদি শরীয়তের লাগাম না থাকতো তবে আমি তোমাদেরকে বলে দিতাম যা তোমরা ঘরে আহার করো এবং যা রেখে আসো, اَنْتُمْ بَيْنَ يَدِىْ كَالْقَوَارِيْرِ يُرٰى مَا فِىْ بَوَاطِنِكُمْ وَ ظَوَاهِرِكُمْ তোমরা আমার নিকট কাঁচের বোতলের মতো, তোমাদের জাহির ও বাতিন সবকিছু আমি অবলোকন করি। **(বাহজাতুল আসরার, ৫৫ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এককভাবে বুঝিয়ে বলুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা ঘটনা শুনেছি, শায়খ আবুল ফারাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভুল হয়েছে, তিনি অসাবধানতাবশত অযু ছাড়া নামায পড়ে নিয়েছেন, এক্ষেত্রে আমাদের পীর শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৎক্ষণাৎ তাকে সংশোধন করেছেন আর বলে দিয়েছেন যে তোমার অযু নেই।

এরদ্বারা হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার স্পৃহা (***Passion***) ও প্রতীয়মান হয় ✦ اَلْحَمْدُ لِلّٰه তিনি বয়ানও করতেন ✦ বড় বড় ইজতিমাও করতেন ✦ মাদরাসায়ও পড়াতেন ✦ এবং এর সাথে সাথে এককভাবে (***Individually***) লোকদেরকে বুঝিয়ে সংশোধনের সুযোগও করে দিতেন।

হায়! আমাদেরও যদি এই স্পৃহা নসিব হয়ে যেতো! সাধারণত সম্মিলিত নেকীর দাওয়াতের ধারাবাহিকতা থাকে, মুবাল্লিগরা বয়ান করে, দরস দেয়, সোশ্যাল মিডিয়া ও টিভি চ্যানেলের মাধ্যমেও লোক অন্যদের নিকট নেকীর দাওয়াতের পয়গাম পৌঁছায় **কিন্তু এককভাবে কাউকে ভুল করতে দেখলে তাকে বুঝানোর, নেকীর দাওয়াত দেয়ার, তাকে সংশোধন করার সুযোগ করে দেয়ার বিষয়গুলো খুবই কম দেখা যায়।** একক প্রচেষ্টায় বুঝাতে সাধারণত সাহস হয় না, দরস ও বয়ানের তুলনায় তাতে সংকোচ (***Hesitation***) বেশি হয়ে থাকে কিন্তু সম্মিলিতভাবে (***Combined***) নেকীর দাওয়াত দেয়ার চেয়ে একক প্রচেষ্টায় বুঝানোর প্রয়োজন বেশি, গুরুত্ব (***Importance***) ও বেশি এবং সেটার উপকারিতা (***Benefits***) ও বেশি হয়ে থাকে। এই শরয়ী মাসআলাটি সর্বদা মনে রাখবেন! যদি আমরা কাউকে কোন গুনাহের কাজ করতে দেখি আর আমাদের প্রবল ধারণা হয় যে, তাকে বুঝালে সে বুঝবে, তাহলে এহেন অবস্থায় তাকে বুঝানোটা ওয়াজিব হয়ে যাবে। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৬১৫ পৃ:, অংশ: ১৬ সামান্য পরিবর্তন সহকারে)**

অতএব একক প্রচেষ্টায় লোকদেরকে বুঝানোর অভ্যাস (***Habit***) করুন! ✲ কাউকে নামাযে ভুল করতে দেখলে ✲ কাউকে অযুতে ভুল করতে দেখলে ✲ কারো দোকানে গেলেন আর সে গান (***Songs***) চালালে ✲ কাউকে গিবত করতে ✲ চুগলি করতে দেখলে ✲ গালমন্দ করতে

দেখলে বা শুনলে যদি এই ধারণা হয় যে, আমি তাকে বুঝালে সে মেনে নিবে, এই অবস্থায় ✻ অবস্থার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ✻ সুন্দর কৌশলের সাথে (***Strategy***) ✻ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে তাকে বুঝিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব অর্জন করতে কখনো অলসতা (***Laziness***) করা উচিত নয়। আমার ও আপনার আক্বা নবী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের শপথ! যদি আল্লাহ পাক তোমাদের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকেও হিদায়ত দান করে তবে এটি তোমাদের জন্য লাল উটনীর চেয়েও উত্তম (***Better***)। **(বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়া সাইর, ৭৫৮ পৃ:, হাদীস: ২৯৪২)** হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: জান্নাতুল ফেরদৌস বিশেষ করে সেই ব্যক্তির জন্য যে নেকীর দাওয়াত দেয় এবং মন্দ কার্যাদি থেকে নিষেধ করে। **(তাম্বিহুল মুগতাররীন, ২০১ পৃ:)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে খুব বেশি বেশি নেকীর দাওয়াত প্রচার ও প্রসার করার তৌফিক দান করুক। বিশ্বাস করুন! যদি আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করি, বুঝার ও বুঝানোর, শিখা ও শিখানোর, সংশোধন করার ও সংশোধন গ্রহণকারী হয়ে যাই তো আমাদের সমাজ আদর্শবান সমাজে (***Ideal Society***) পরিণত হবে। আল্লাহ পাক আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন মুহয়ুদ্দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হিজরী ৫ম শতাব্দী অর্থাৎ যেই যুগে হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জীবদ্দশায় ছিলেন, সেই যুগে উম্মতে মুসলিমা অনেক বিপদের সম্মুখিন ছিলো, মুসলমানদের

www.dawateislami.net

আকীদা ও মতাদর্শের উপর আঘাত করা হচ্ছিলো, বদ মাযহাবী ছড়িয়ে পড়ছিলো, মুসলমানদের আদর্শ ও চরিত্রকে ক্ষুন্ন করা হচ্ছিলো, অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র (***Conspiracies***) চলছিলো, উন্দোলুস (বর্তমান স্পেন) অমুসলিমরা দখল করে নিয়েছিলো, মিসর (***Egypt***) অমুসলিমরা দখল করে নিয়েছিলো এবং ইরাকে হাসান সাব্বাহ (নামক মুনাফিক ও খুবই নিষ্ঠুর ব্যক্তি) গণহত্যা (***Massacre***) ও লুঠপাট চালাচ্ছিলো এবং বাগদাদ শরীফে যা তখন রাজধানী (***Capital***) ছিলো, সেখানকার অবস্থা এমন ছিলো যে বলা হতো:

قَارُوْنُ لَوْ حَلَّ بِهَا | جَازَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ

অর্থাৎ কারুনের মতো বাদশাহ ব্যক্তি যদি বাগদাদে বসবাস করে তবে (ওখানকার অবস্থা, দ্রব্যমূলের উর্ধগতির কারণে এত দরিদ্র হয়ে যেতো যে) তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন সংকটময় অবস্থায় দ্বীনের খিদমত করেছেন, উম্মতে মুসলিমার ডুবে যাওয়া নৌকাকে উত্তোলন করেছেন, দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাকে জীবিত করেছেন এবং মুসলমানদের চরিত্র ও আদর্শ কুরআন ও সুন্নাহ এবং দ্বীনি শিক্ষার আলোতে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁর এই খিদমতসমূহের কারণে তাঁকে মুহয়ুদ্দিন (অর্থাৎ দ্বীনকে জীবিতকারী) বলা হয়ে থাকে।

কিভাবে মুহয়ুদ্দিন উপাধিতে ভূষিত হন

হযরত গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার জুমার (***Friday***) দিন ছিলো, আমি সফর থেকে ফিরে আসছিলাম, পথিমধ্যে এক জায়গায় আমি খুবই দূর্বল (***Weak***) এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে আমাকে সালাম

www.dawateislami.net

দিলো, আমি উত্তর দিলাম, সেই ব্যক্তিটি বললো: আমাকে উঠাও! আমি তাকে উঠিয়ে বসালাম তো হঠাৎ তার চেহারা আলোকিত ও শরীর সতেজ হয়ে গেলো। আমি অবাক হয়ে গেলাম, এতে সে বললো: অবাক হওয়ার কিছু নেই, আমি (আপনার নানাজান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দ্বীন, (মানুষের অবহেলা ও আমলহীনতার কারণে) দূর্বল হয়ে যাচ্ছিলাম, আল্লাহ পাক আপনার মাধ্যমে আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন, আপনি হলেন মুহয়ুদ্দিন। এরপর আমি বাগদাদে গেলাম, জুমার নামায আদায় করলাম তো লোকেরা দৌড়ে দৌড়ে আমার দিকে আসলো আর ইয়া মুহয়ুদ্দিন বলে সম্বোধন করে আমার হাত চুম্বন করতে লাগলো।

(বাহজাতুল আসরার, ১০৯ পৃ:)

سُبْحَانَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের পীর হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন মুহয়ুদ্দিন, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আমলহীনতা বেড়ে যাচ্ছিলো, বদমাযহাবী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিলো, লোক দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলো, সুন্নাত ছেড়ে দিচ্ছিলো, নামাযের স্পৃহা কমে যাচ্ছিলো, মাল ও দৌলতের ভালোবাসা, পদবী, আসন ও মুকুটের লোভে আবৃত ছিলো, এমন অবস্থায় হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উম্মতের সংশোধনের তরী উত্তোলন করলেন আর দিনরাত মেহনত করে দ্বীনকে পূনরোজ্জীবিত করলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতে লক্ষ কোটি মানুষ সংশোধন (***Refinement***) হয়েছে, চোর আসলো তো তাওবা করে বেলায়তের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গেলো, মদ্যপায়ী, অশ্লীল, দুশ্চরিত্র, পথভ্রষ্ট, বদ মাযহাব, এমনকি অমুসলিমও তাঁর হাত মুবারকে কালিমা পড়ে মুসলমান হতো।

অসভ্য যুবক তাওবা করলো

হযরত আবু হাসান কাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদিন আমি আর আমার সাথে অনেক লোকসহ হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যিয়ারত করতে রওনা করলাম, আমরা সকলে নিজের বিপদের কথা ও পেরেশানীর সমাধান (***Solution***) এর জন্য দোয়া করানোর ইচ্ছা (***Intention***) করছিলাম, পথিমধ্যে আরও লোকজন আমাদের সাথে যুক্ত হলো। তাদের মধ্যে একজন যুবক ছিলো, আমি তাকে চিনতাম, সে অনেক খারাপ চরিত্রের ছিলো, অধিকাংশ সময়ই নাপাক থাকতো। যাইহোক! আমরা সকলে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারের দিকে যাচ্ছিলাম সৌভাগ্যক্রমে হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে রাস্তায় সাক্ষাত হয়ে গেলো, আমরা সকলে সামনে অগ্রসর হয়ে সালাম করলাম আর এক একজন করে তাঁর হাত মুবারক চুম্বন করতে লাগলাম। সেই যুবক যার চরিত্র ভালো ছিলো না, যখন সে হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাত চুম্বন করার জন্য সামনে অগ্রসর হলো তৎক্ষণাৎ হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাত মুবারক সরিয়ে নিলেন, এরপর এক নজর সেই যুবকটির দিকে তাকালেন, সরকারে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টি মুবারকের প্রভাব সহ্য করতে না পেরে সেই যুবক অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো, যখন তার জ্ঞান ফিরলো তো সে সাথে সাথে নিজের মন্দ স্বভাব থেকে তাওবা করে নিলো, অতঃপর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার সাথে হাত মিলালেন।

(ক্বালায়িদুল জাওয়াহির, ৩২ পৃ:)

বদ মাযহাবীরা তাওবা করলো

শায়খ আবু হাসান কুরাইশী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ৫৫৯ হিজরীর ঘটনা বদ মাযহাবীদের একটি বড় দল হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে উপস্থিত হলো, তাদের কাছে ২ ঝুড়ি ছিলো, যেগুলোর মুখ আটকানো ছিলো, সেই বদ মাযহাবীরা হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করলো: বলুন! এই ঝুড়ির মধ্যে কি আছে? হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে জেনে নিলেন আর একটি ঝুড়ির উপর হাত রেখে বললেন: এটাতে একটি পঙ্গু (***Disable***) শিশু আছে। এরপর তিনি তাঁর শাহজাদা হযরত আব্দুর রাজ্জাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বললেন: এই ঝুড়ির (***Basket***) মুখ খুলো! যখন ঝুড়িটির মুখ খোলা হলো তখন তাতে সত্যিই একজন পঙ্গু শিশু ছিলো, সরকারে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই বাচ্চাটির উপর তাঁর হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন আর বললেন: قُمۡ بِاِذۡنِ الله আল্লাহ পাকের হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও...! এতটুকু বলার সাথে সাথে সেই বাচ্চাটি ভালো (***Disability***) হয়ে গেলো এবং সুস্থভাব ওঠে দাঁড়িয়ে গেলো, এখন গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দ্বিতীয় ঝুড়ির উপর হাত রাখলেন আর বললেন: এতে সুস্থ (***Healthy***) শিশু রয়েছে। যখন ঝুড়িটি খোলা হলো তখন তাতে আসলেই সুস্থ বাচ্চা পাওয়া গিয়েছিলো, শাহেনশাহে বাগদাদ হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জীবন্ত কারামত দেখে সেই সকল বদ মাযহাবীরা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদা থেকে তাওবা করলো আর সত্যিকারের আশিকে রাসূল হয়ে গেলো। **(কালায়িদুল জাওয়াহির, ৩০ পৃ:)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

স্বপ্নেও নেকীর দাওয়াত

ফুতুহুল গায়েব যেটা হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর লিখিত কিতাব (***Book***)। তাতে তিনি বলেন: একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, আমি স্বপ্নে (***Dream***) দেখলাম যে, কোনো একটি মসজিদে রয়েছি, সেখানে অনেক লোক সমবেত হয়েছে, আমি মনে মনে ভাবলাম; হায়! এখানে যদি অমুক নেককার বান্দা থাকতো, তবে সে এসব লোকদের দ্বীন ও আদব শিখাতো...!! এটা চিন্তা করার পর পরই আমি একজন নেককার ব্যক্তিকে ইশারা করলাম, আমার ইশারা পাওয়ার সাথে সাথে ঐসব লোকেরা আমার আশেপাশে এসে একত্রিত হলো, তাদের মধ্যে একজন বললো: হুযুর! আপনি কিছু বলছেন না কেনো? (অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে কিছু শিখান!)।

হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাদের আবেদন কবুল করলেন আর তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন, তিনি স্বপ্নের মধ্যেই পুরো এটি বয়ান করলেন, **(ফতহুল গায়েব, ৩৩ পৃ:)** যার বরকতে ঐসবলোক তাওবা করার সৌভাগ্য অর্জন করলো। **(শরহে ফতহুল গাইব, ৯৪ পৃ:)**

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কেমন শান....!! কেমন উত্তম ঘুম, কেমন সুন্দর জাগরণ, এটা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নেকীর দাওয়াত দেয়া, সমাজ (***Society***) সংশোধন করা হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো, এমনকি তিনি ঘুমের ঘরে অথবা জাগ্রত অবস্থায় সর্বাবস্থায় ব্যস ইলমে দ্বীনের প্রচার করা, মানুষকে নেকীর দাওয়াত দেয়া, আল্লাহ পাকের বান্দাদের আল্লাহ পাকের সাথে মিলিত করার চিন্তায় বিভোর থাকতেন।

হায়! আমাদেরও যদি এই সৌভাগ্য অর্জন হতো, হায়! আমাদের ব্যস উদ্দেশ্য (***Purpose***) হয়ে যেতো: আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়া মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে (اِنْ شَآءَ الله), অতঃপর এই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে সব সময় শিখা, শিখানোর, শোনার, শোনানোর, বুঝার, বুঝানোর, নেকী করার ও নেকীর দাওয়াত প্রচার করার মধ্যেই মশগুল থাকতাম। ঘর হোক বা দোকান, বাজার হোক বা মহল্লা, সফরে হোক বা শহরে, ফোনে কথা বলি বা সরাসরি (***face Face to***) সাক্ষাত, ব্যস সর্বক্ষণ নেককার হওয়ার ও নেককার বানানোর ধ্যানে মগ্ন থাকতাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেককার বানানোর মেশিন হয়ে যান!

আশিকে গাউসে আযম, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের বুঝাতে গিয়ে লিখেন: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নেকী অর্জন করার লোভী হয়ে যান, অপরকে নামাযী বানানোর প্রচেষ্টার গতি বাড়ান, যখনই জামাত সহকারে নামায পড়ার জন্য মসজিদের দিকে যাবেন অপরকে নামাযের প্রতি উৎসাহিত করে সাথে নিয়ে যান, যারা নামায পড়তে জানে না তাদেরকে নামায শিখান। যদি আপনার কারণে কোন একজনও নামাযী হয়ে যায় তবে যতদিন সে নামায পড়তে থাকবে তার প্রতিটি নামাযের সাওয়াবও আপনি পেতে থাকবেন, বয়স্ক আশিকে রাসূলের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানে ভর্তি (***Admission***) করিয়ে দিন, এতে স্বয়ং নিজেও কুরআন শিখুন ও অপরকেও শিখান। আপনার কাছ থেকে যারা শিখেছে তারা যখনই তিলাওয়াত করবে সেটার সাওয়াবও আপনি পেতে থাকবেন।

আপনিও সুন্নাতের উপর আমল করুন আর অপরকেও আমল করার প্রতি উৎসাহিত করুন। যদি আপনি কোন একজনকে সুন্নাত শিখিয়ে দেন তো সেও যখনই সেই সুন্নাতের উপর আমল করবে সেই আমলকারীর ন্যায় আপনিও সাওয়াব পাবেন। এলাকায় দাওরা নেকীর দাওয়াত ও মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফরের মাধ্যমে নিজের ও অপরের সংশোধনে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে মুসলমানদেরকে নেককার বানানোর মেশিন হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে এবং উভয় জাহানে তরী পার হয়ে যাবে।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ! যে তার আপন ভাইকে আহ্বান করে তাকে নেকীর নির্দেশ দেয় আর মন্দ কার্যাদি থেকে বারণ করে। সেটার প্রতিদান কি? আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: আমি তার প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে এক বছরের সাওয়াব লিখে দিই আর তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে আমার লজ্জাবোধ হয়।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, বাবু ফিল আমরি বিল মারুফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার, ৬৫ পৃ:)

سُبْحَانَ الله! যদি আপনি কাউকে নেকীর দাওয়াত দেন তবে এক একটি শব্দ (বা কথার) বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব পাবেন, ধরে নিন! আপনি একদিন মসজিদে শুধুমাত্র একজন ইসলামী ভাইয়ের সামনে ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দিলেন আর তাতে ২ পৃষ্ঠা পড়ে শুনিয়েছেন, এখন যদি সেটাতে ২০টি শব্দ নেকী ও কল্যাণকর বিষয়ে বর্ণনা হয় তবে দরস শ্রবণকারী সেই ইসলামী ভাই সেটার উপর আমল করুক বা না করুক আপনার আমলনামায় اِنْ شَآءَ الله ২০ বছরের ইবাদতের

www.dawateislami.net

সাওয়াব লিখা হবে আর যদি আপনার দরস শুনে সেই ইসলামী ভাই আমল করা শুরু করে দেয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমল করতে থাকবে আপনি তার সমপরিমাণ সেই আমলকারীর ন্যায় সাওয়াব পেতে থাকবেন আর যদি সে দরস থেকে শিখা সুন্নাত অন্য কারো নিকট পৌঁছিয়ে দেয় তবে সেটার সাওয়াব সেই পৌঁছানো ব্যক্তিও পাবে এবং আপনিও পাবেন। এইবাবে اِنْ شَآءَ الله আপনার সাওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নেকীর দাওয়াতের দ্বারা আখিরাতে পাওয়া সাওয়াব যদি বান্দা দুনিয়াতে দেখে নিতো তবে এক মূহুর্তও অযথা (***Useless***) নষ্ট হতে দিতো না, সর্বক্ষণই নেকীর দাওয়াত দিতে থাকতো। **(নেকীর দাওয়াত, ২৩০-২৩১ পৃ:)**

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাহিবে সিলসিলা অর্থাৎ তিনি সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার মূল প্রবর্তক এবং সেটার ভিত্তি (***Principles***) স্থাপন করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এটাও একটি সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী (***Far-sightedness***) চিন্তাধারা যে, তিনি তাঁর যুগেও সমাজের সংশোধনের জন্য যেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, এখনো সেই পদ্ধতি চালু (***Useful***) রয়েছে, যদি আমরা সিলসিলায় আলিয়া কাদেরীয়ার এই মৌলিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করি তবে আমাদের সমাজ একটি আদর্শিক সমাজে পরিণত হতে পারবে। সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার এই মৌলিক শিক্ষাটি (***Basic Principles***) কী? আসুন! তার মধ্য থেকে একটি শ্রবণ করি:

(১): মুজাহাদাহ

সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার প্রথম উসুল হলো মুজাহাদাহ। এর অর্থ হলো: নিজেকে নিজে সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় অবশ্যই আমি তাদেরকে আপন রাস্তা দেখাবো।

প্রতীয়মান হলো; যারা সঠিক রাস্তায় আসার জন্য, আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের জন্য, গুনাহ বর্জন করে, মন্দ অভ্যাস পরিহার করার জন্য চেষ্টা করে, আল্লাহ পাক তাকে সঠিক রাস্তায় হিদায়ত নসিব করেন।

এজন্য হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার ভিত্তি মুজাহাদার উপর রেখেছেন, মূলত নিজের শিক্ষা (***Teachings***)'র মাধ্যমে আমাদের এটা শিখাচ্ছেন যে, হে লোকেরা! শুধুমাত্র কথা বললে কিছু হয় না বরং আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের উপর আবশ্যক হলো আমরা যেনো ইনসাফের সাথে নিজেদের পর্যবেক্ষণ করি, নিজেদের মন্দ বিষয়াদি, নিজেদের গুনাহ, নিজেদের মন্দ অভ্যাসগুলোকে স্বয়ং নিজে অবলোকন করি, অতঃপর এসব মন্দ বিষয়াদি ও মন্দ স্বভাবগুলোকে দূর করে তার স্থলে ভালো স্বভাব অবলম্বন করার ভরপুর চেষ্টা করা, যখন সমাজের প্রতিটি লোক এই প্রচেষ্টা (***Effort***) শুরু করে দিবে তখন اِنْ شَآءَ الله সংশোধন হওয়া শুরু হবে, এটার বরকতে পুরো সমাজ সংশোধন হয়ে একটি আদর্শবান সমাজ হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এজন্য আমাদের সকলের উচিত আজ থেকেই আমাদের মুজাহাদাহ শুরু করা। এটা কিভাবে হবে? আসুন! হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রভাব সম্পন্ন বয়ান শ্রবণ করি:

নাজাত চান তো...

১১ রজব, ৫৪৫ হিজরী, সোমবার ও সকালের সময় ছিলো, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বয়ান করতে গিয়ে বলেন: হে লোকসকল! যদি সফলতা (***Success***) অর্জন করতে চাও তবে নফসের বিরোধিতা ও আপন প্রতিপালকের আনুগত্য করো! নিজেদের নফসকে মুজাহাদার মাধ্যমে গলিয়ে দাও! এমনটি করলে তোমাদের অন্তরের প্রশান্তি মিলে যাবে। হে লোকসকল! নিজেদের আকাঙ্খা কমিয়ে নাও, তোমাদের নফস অনুগত হয়ে যাবে। নিজেদের নফসকে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই উপদেশটি শুনাও যে, তিনি বলেন: যখন সকাল হয় তখন নিজেকে নিজে সন্ধার প্রত্যাশী (***Hope***) বানিও না! যখন সন্ধা হয় তখন নিজেকে সকালের প্রত্যাশী করো না! নিশ্চয় তোমরা জানো না যে, কাল তোমাদের নাম কী হবে (অর্থাৎ জনাব বলে ডাকা হবে নাকি মরহুম বলা হবে।)

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, বাবু মা জা আ ফি কসরিল আমল, ৫৫৮ পৃ:, হাদীস: ২৩৩৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা হলো মুজাহাদার পদ্ধতি, আমরা নিজেদের প্রত্যাশাগুলোকে (***Hopes***) কম করে নিই, মৃত্যু, কবর ও আখিরাতকে সব সময় নিজেদের সামনে খেয়াল করি, আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করি, এই ব্যাপারে নফস ও শয়তানে ধোঁকায় যেনো না পড়ি, যদি আমরা এই অভ্যাসটি অবলম্বন করি তবে اِنْ شَآءَ الله আমরা নিজেদেরকে সংশোধন

www.dawateislami.net

করতে সফল (***Successful***) হয়ে যাবো আর যদি প্রত্যেকেই নিজেদেরকে সংশোধন করে নিই তো পুরো সমাজ সংশোধন হয়ে যাবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকে গাউসে পাক শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্তমান সময়ে হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই শিক্ষার উপর সহজে আমল করার জন্য নেক আমল প্রদান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩, ছোট বাচ্চাদের জন্য ৪০ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ৯২টি নেক আমল। এটি একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, যেটাতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নত্তোর দেয়া হয়েছে, প্রতিটি প্রশ্নের নিচের খালিঘর (***Blank Boxes***), আমাদের কী করতে হবে; যেকোন একটি সময় নির্ধারণ করে, প্রতিদিন এই রিসালা খোলা, এটার প্রশ্নোত্তর পড়া আর সেগুলোর নিচের খালিঘর পূরণ করা। এটা নিজের সংশোধনের এমন উপমাহীন (***Matchless***) পদ্ধতি যে, যদি আমরা অবলম্বন করি আর অটলতার (***Consistency***) সাথে আমল করি তবে ! اِنْ شَآءَ الله বছর বা মাস নয় বরং কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের ভিতর পরিবর্তন আসা শুরু হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২): তাওয়াককুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার দ্বিতীয় উসুল হলো তাওয়াককুল। হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাওয়াক্কুলের প্রকৃত (***Reality***) অর্থ হলো এটা যে, বান্দা নিজের সকল কাজ আল্লাহ পাকের নিকট সোপর্দ করে দেয়া আর অন্তরে এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, ভাগ্য পরিবর্তন হবে না, (***Destiny***) ভাগ্যে যা লিখা

হয়েছে, সেটা হবেই, যা লিখা হয়নি, সেটা কখনো হবে না। যখন বান্দা হৃদয়ের বিশ্বাসের সাথে এই কথাটি মেনে নিবে যখন তার হৃদয় শান্ত হয়ে যাবে। **(আল গুনিয়্যা, আল কিসমুল খামিসুত তাসাউফ, ৩১৭ পৃ:)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আর সমাজের সংশোধনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ★ তাওয়াক্কুলের বরকতে বান্দা লালসা করা থেকে বেঁচে যায় ★ হিংসা (***Jealousy***)'র রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে ★ মাল ও দৌলতের ভালোবাসা বের হয়ে যায় ★ ধোঁকা, প্রতারণা (***Cheating***) ★ মিথ্যা (***Lying***) ★ চুরি চিটারী ইত্যাদির মতো অনেক গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করে। আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন! যখন সমাজে এতগুলো মন্দ অপকর্ম (***Flaws***) থাকবে না তখন সমাজ কেমন পবিত্র ও সুন্দর হয়ে যাবে। এজন্য আমাদের উচিত তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা, আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা শিখে নেয়া।

তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি করার রুহানী অযিফা

ফকীহুল আসর (অর্থাৎ তাঁর সময়কার অনেক বড় আলিমে দ্বীন) মুফতি মুহাম্মদ আমিন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل এর অযিফা করার দ্বারা তাওয়াক্কুল মজবুত হয়ে যায় আর যার তাওয়াক্কুল দৃঢ় হয়ে যায়, তার কোন জিনিসের কমতি থাকে না, কেননা আল্লাহ পাক বলেন: **(দো খাযানে, ৩ পৃ:)**

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

(পারা: ২৮, সূরা আত তালাক্ব, ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩): সত্যবাদীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার তৃতীয়তম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উসুল হলো সত্যবাদীতা। একবার কেউ হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার তরিকতের ভিত্তি কিসের উপর? বললেন: عَلَى الصِّدْقِ অর্থাৎ আমার তরিকতের ভিত্তি সত্যবাদীতার (***Truthfulness***) উপর। আমি ছোটবেলা (***Childhood***) থেকে এখনো পর্যন্ত কখনো মিথ্যা বলিনি। **(বাহজাতুল আসরার, যিকরু তরিকত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, ১৬৭ পৃ:)**

সমাজের সংশোধনের জন্য এটাও গুরুত্বপূর্ণ উসুল। যদি সমাজে মিথ্যার উপর একদম নিষেধাজ্ঞা করে সত্যের প্রচলন করে দেয়া হয় তবে আমাদের সমাজ অনেক অনিষ্টতা থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। খুবই প্রসিদ্ধ (***Famous***) ঘটনা: একবার কোন ব্যক্তি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি মদ পান করি, চুরিও করে থাকি আর মিথ্যাও বলি, এই তিনটির মধ্য হতে শুধুমাত্র একটি মন্দ স্বভাব বর্জন করতে পারবো, বলুন! কোনটা ছেড়ে দিবো? বললেন: মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও।

ব্যস সে মিথ্যা বলা ছেড়ে দিলো তো সেটার বরকতে অপর দুইটি মন্দ থেকেও মুক্তি নসিব হয়ে গেলো।

(তাফসীরে কবীর, পারা: ১১, সূরা তাওবা, আয়াতের পাদটীকা: ১১৯, ৬/১৬৭ পৃ:)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই হলো সত্যবাদীতার বরকত...!! নিজের নিয়্যতের মধ্যে সত্যবাদীতা রাখুন, সত্য বলার, মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাকার বরকতে আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা অর্জিত হয়ে থাকে, মন্দ বিষয়াদি থেকে মুক্তি মিলে থাকে, তাওবার তৌফিক নসিব হয়ে থাকে আর বান্দা সংশোধন হয়ে উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছার উপযুক্ত হয়ে যায়।

সুতরাং আমরা সকলের উপর আবশ্যক হলো সর্বদা সত্য বলা, মিথ্যা বলার প্রতি সর্বদা ঘৃণা পোষণ করা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হে গাউসে পাকের দিওয়ানা! হে কাদেরীগণ! গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপদেশ শুনুন, সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার ৩টি মৌলিক উসুল শুনুন: (১): মুজাহাদাহ (২): তাওয়াক্কুল (৩): সত্যবাদীতা। আজ থেকে নিয়্যত করে নিন! এই তিনটি উসুল নিজের জীবনে বাস্তবায়ন (***Implement***) করে হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সত্যিকার মুরিদ হওয়ার চেষ্টা করবো। اِنْ شَآءَ الله

বায়আতের পরিচয়, উপকারিতা ও ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে কাদেরীয়া খুবই বরকতময় সিলসিলা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও কাদেরী সিলসিলার বায়আত, সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও কাদেরী সিলসিলায় বায়আত ছিলেন আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বাকি যতো তরিকতের সিলসিলা রয়েছে যেমন: সিলসিয়ায়ে নক্সবন্দীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, সিলসিলায়ে চিশতিয়া এসবের মধ্যে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফয়যানই পৌঁছে থাকে। সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার প্রবর্তক হলেন শাহেনশাহে সায়্যিদি গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং এই সিলসিলা اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, শাহেনশাহে বেলায়ত হযরত মাওলা আলী শে'রে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত সংযুক্ত এবং তাঁর মাধ্যমে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত পৌঁছে থাকে, আপনি যদি এখনো পর্যন্ত কোনো পীরে কামিলের হাতে বায়আত না হয়ে থাকেন তবে পরামর্শ থাকবে সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় কোন শর্ত সম্পন্ন পীরের হাতে বায়আত হয়ে যান।

মনে রাখবেন! কোন পীরে কামিলের হাতে বায়আত হওয়ার অনেক বরকত ও উপকার রয়েছে, যেমন এটার বরকতে ঈমান হেফাযত নসিব হয়ে থাকে ✸ নামায রোযার প্রতি আগ্রহ নসিব হয়ে থাকে ✸ হালাল, হারামের পরিচয় নসিব হয়ে থাকে ✸ মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঈমানী স্পৃহা নসিব হয়ে থাকে ✸ শয়তান থেকে হেফাযত হয়ে থাকে ✸ অন্তরে ইবাদতের আগ্রহ ও কুরআনের পাকের তিলাওয়াতের স্পৃহা মিলে থাকে ✸ মন্দ সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা হয়ে থাকে ✸ গুনাহ থেকে তাওবা নসিব হয়ে থাকে ✸ দ্বীনি ও দুনিয়াবি পেরেশানী দূর হয়ে থাকে ✸ মানুষের চরিত্র সুন্দর হয়ে যায় ✸ আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরিদ হয়ে মানুষের কি কি উপকার অর্জিত হয়েছে, কী কী বরকত নসিব হয়েছে ✸ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরিদ হয়ে লক্ষ লক্ষ বেনামাযী, নামাযী হয়েছে বরং নামাযের ইমাম হয়ে গেছে ✸ হাজারো লোক আলিম হয়েছে ✸ মুফতি হয়েছে ✸ হাফিয হয়েছে ✸ ঘরে দ্বীনি পরিবেশ হয়েছে ✸ দাড়ি রেখেছে ✸ পাগড়ি শরীফ সাজিয়ে নিয়েছে ✸ মদীনার ভালোবাসা নসিব হয়েছে ✸ হজ্ব করার মানসিকতা হয়েছে ✸ অনেকে হাজ্বী হয়েছে ✸ নাত পাঠকারী ✸ নাত শ্রবণ করার আগ্রহ ও স্পৃহা নসিব হয়েছে ✸ ইশকে রাসূল নসিব হয়েছে ✸ আ'লা হযরতকে চিনতে পেরেছে ✸ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে চিনেছে। এইভাবে যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি তবে এমন হাজারো উদাহরণ হবে যা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরিদ হওয়ার বরকতে নসিব হয়েছে।

মোটকথা মুরিদ হওয়ার বরকতে লোক দুনিয়া ও পরকালে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ও তাঁর সদকায় হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সত্যিকার গোলামী নসিব করুক আর আমাদের ঈমানের উপর মৃত্যু নসিব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم